দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫

তারিখ ... 13 JUN 2007

পৃঃ ১ কলাম ২

এসএসসিতে রেকর্ড জিপিএ-৫

গড় পাসের হার ৫৭.৩৭ গতবারের চেয়ে ২ ভাগ কম

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রেকর্ডসংখ্যক জিপিএ-৫ পাওয়ার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। দেশব্যাপী জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি হলেও সাত বোর্ডে পাসের হার এক ধাক্কায় গতবারের চেয়ে দুই ভাগেরও বেশি কমে গেছে। এবার সাত বোর্ডে গড় পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৫৭ দশমিক ৩৭। গতবার এই হার ছিল ৫৯ দশমিক ৪৭। শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম বলেছেন,

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত বাঁ থেকে- হলিক্রস গার্লস স্কুলের উৎফুল্ল শিক্ষার্থীরা, আনন্দে আত্মহারা ধানমণ্ডি গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্ররা, প্রধান শিক্ষককে কাঁধে নিয়ে কৃতী ছাত্রীরা

গত বছর রাজনৈতিক ও শিক্ষক আন্দোলনের কারণে দেড় মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ক্লাস হয়নি। এ কারণেই মূলত গতবারের চেয়ে পাসের হার কমেছে।

প্রথম দিকে জিপিএ-৫ পাওয়া মানে বিশাল কিছু মনে করা হলেও এবার যেভাবে জিপিএ-৫ পেয়েছে তাতে বিষয়টিকে অনেকটা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই মনে করা হচ্ছে। পড়ালেখা করলে জিপিএ-৫ পাওয়া সহজ এটাই প্রমাণিত হয়েছে। সারাদেশেই এবার জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি।

এসএসসিতে সাত শিক্ষা বোর্ডে পঁচিশ হাজার সাত শ' বত্রিশ শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপে জিপিএ-৫ পেয়ে প্রমাণ করেছে তারা সত্যিই মেধাবী এবং সেরাদের সেরা। জিপিএ-৫ চালু হওয়ার পর এ বারই সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেল। প্রসঙ্গত, গতবার জিপিএ-৫ পেয়েছিল চব্বিশ হাজার তিন শ' চুরাশি শিক্ষার্থী।

সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষায় মোট সাত লাখ ৯২ হাজার এক শ' ৬৫ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

এদের মধ্যে চার লাখ ৫৪ হাজার চার শ' ৫৫ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। গতবার পাস করেছিল চার লাখ ৬৬ হাজার সাত শ' ৩২ শিক্ষার্থী। ২০০১ সালে প্রথম গ্রেডিং সিস্টেম চালুর বছর জিপিএ-৫ পাওয়া মেধাবীর সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৭৬ জন, সেখানে ছয় বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঁচিশ হাজার সাত শ' বত্রিশে।

যশোর বোর্ডে গতবার পাসের হার সবচেয়ে কম থাকলেও এবার এই বোর্ডে পাসের হার সবচেয়ে বেশি। এই বোর্ডে এবার শতকরা পাসের হার ৬০ দশমিক ৮৭। গতবার পাসের হার ছিল ৪৮ দশমিক দশ ভাগ। সবচেয়ে কম পাসের হার কুমিল্লা বোর্ডে। এখানে পাসের হার ৪৬ দশমিক ৮৩। পাসের হারের দিক দিয়ে ঢাকা বোর্ড দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও জিপিএ-৫ এর দিক দিয়ে ঢাকা বোর্ড এবারও সবার উপরে। ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে নয় হাজার চার শ' ৩৯ শিক্ষার্থী।

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

সাত বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার পরিসংখ্যান

বোর্ড	অংশগ্রহণকারী	উত্তীর্ণ	পাসের হার	জিপিএ-৫	গতবারের পাসের হার	গতবারের জিপিএ-৫
ঢাকা	২২৯,২৬৩	১৩৯,৪১৫	৬০.৮১	৯,৪৩৯	৬১.৩৫	৮,৩৪৮
চট্টগ্রাম	৬১,৯৬১	৩৫,৯০৩	৫৭.৯৪	৩,৩১৩	৬৩.৮৭	৩,৭২৫
কুমিল্লা	৮৯,৮০৩	৪২,০৫১	৪৬.৮৩	২,৩৮৭	৬৩.৪৫	২,৬২১
সিলেট	৩২,৩০২	১৫,২৭০	৪৭.২৭	৭১৩	৫৬.৫২	৩৮৫
বরিশাল	৫১,১৫৮	২৫,৯২০	৫০.৬৭	৬৪১	৫৯.৩	৭২১
যশোর	১১৬,৮১২	৭১.১০০	৬০.৮৭	২,৩২৯	৪৮.১	২,০১৩
রাজশাহী	২১০,৮৬৬	১২৪,৭৯৬	৫৯.১৮	৬,৯১০	৬০.৭১	৬,৫৭১
মোট	৭৯২,১৬৫	৪৫৪,৪৫৫	৫৭.৩৭	২৫,৭৩২	৫৯.৪৭	২৪,৩৮৪

এসএসসিতে রেকর্ড (প্রথম পাতার পর)

এসএসসিতে পাসের হার ৫৭ দশমিক ৩৭ হলেও—এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল এই তিন পরীক্ষা মিলিয়ে গড় পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৫৮ দশমিক ৩৬। গতবার এই হার ছিল ৬২ দশমিক ২২ ভাগ। অর্থাৎ নয় বোর্ডের গড় পাসের হার গতবারের চেয়ে কমেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার এবার ৬৫ দশমিক ৮৭। গতবার ছিল ৭৫ দশমিক ৮১। গতবারের চেয়ে পাসের হার দশ ভাগ কমে গেছে।

এখানে জিপিএ-৫ পেয়েছে ছয় হাজার ৮শ' ৮৯ শিক্ষার্থী। গতবার এই সংখ্যা ছিল ছয় হাজার ৮৬ শিক্ষার্থী। অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় পঁচিশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতবার এই সংখ্যা ছিল বিশ। এই বোর্ডে গড় পাসের হার ৫১ দশমিক শূন্য ৮। গতবার ছিল ৬১ দশমিক ৩৭। গতবারের চেয়ে এবার প্রায় দশ ভাগ কমেছে।

এবারের রেজাল্ট বিবেচনা করে দেখা যায় পাসের হার কমলেও জিপিএ-৫ পেয়েছে রেকর্ডসংখ্যক। জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ি হয়েছে সারাদেশেই। এবার রেজাল্টও আগেভাগেই প্রকাশিত হয়েছে। সাতটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এবারও ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিক নয় হাজার চার শ' ৩৯ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতবার ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল আট হাজার তিন শ' ৪৮ শিক্ষার্থী।

জিপিএ-৫-এর হিসেবে মেয়েদের জন্য নামী প্রতিষ্ঠান রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এবারও সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এবার এই স্কুলে সর্বাধিক জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫শ' ৬৪। অবশ্য সংখ্যার দিক দিয়ে গতবারের চেয়ে কম জিপিএ-৫ পেল এবার। গতবার এই সংখ্যা ছিল ৫শ' ৯১।

সার্বিক ফলাফলে দেখা গেছে শহরের স্কুলগুলোতেই জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ি বেশি। ঢাকার বাইরেও শহরের স্কুলগুলোই ভাল করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে ঘুরেফিরে পরিচিত নামীদামী এবং অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও বরাবরের মতো এবারও ভাল ফল করল। গ্রামের চেয়ে শহরের পরীক্ষার্থীই সবক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। তাছাড়া মানবিক ও বানিজ্যের চেয়ে বিজ্ঞানের ছাত্ররাই বরাবরের মতো ভাল করেছে। জিপিএ-৫ বিজ্ঞান বিভাগেই বেশি হয়েছে।

দাখিল ও কারিগরিসহ সাত শিক্ষা বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৬০ দশমিক ৮৫ এবং মেয়েদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৪৭। এবারও শূন্য পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২শ' ৪৮। গতবার শূন্য পাসের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এক শ' ৯৩। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত করা হবে বলে জানিয়েছে

এসএসসি পরীক্ষার ফল দেখে অনেকের বক্তব্য ছিল যারা পড়াশোনা করেছে তারা ভাল করেছে। স্কুলে টেস্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবার সুযোগ না দেবার নিয়ম বহাল রাখার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও শিক্ষক আন্দোলনের কারণে বেশ কিছুদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস না হওয়ার কারণেই পাসের হার এসএসসিতে দুই ভাগ কমেছে বলা হচ্ছে। চতুর্থ বিষয়ের নম্বর মূল ফলের সঙ্গে যোগ হওয়ার নিয়মটি অন্য বছরের মতো এবারও বহাল ছিল বলে জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে পড়াশোনাই মূল কারণ ছিল।

মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় সারাদেশে স্ব স্ব কেন্দ্র থেকে ফল প্রকাশ করা হয়। এইচএসসি পরীক্ষা থাকায় রেজাল্ট অন্যবারের চেয়ে এক ঘণ্টা পেরিয়ে দেয়া হলো। অবশ্য তিনটায় ঢাকা বোর্ডে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলনে ফল ঘোষণা করা হয়। ৫টায় ফল প্রকাশ করা হলেও তার আগেই অনেক স্কুলে ফল প্রকাশ হয়ে যায়। বিশেষ করে ভিকারুননিসা, গভঃ ল্যাবরেটরী, আইডিয়াল স্কুল, রাজউকসহ শহরের নামী-দামী স্কুলে রেজাল্ট পৌঁছে যায় পাঁচটার বেশ আগেই। ফল ভাল করায় সেখানে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। তবে যারা খারাপ করেছে কিংবা প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি তাদের মুখে স্বাভাবিকভাবেই ছিল বিষাদের ছায়া। বরাবরের মতো মিষ্টির দোকানে ছিল ভিড়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত পরীক্ষার ফল জানতে পেরেছেন দূর দূরান্তের আত্মীয়স্বজনরা। ওয়েব সাইটে ফল দেয়ায় দেশ-বিদেশের লোকেরাও স্বজনদের ফল জানতে পেরেছে সহজেই। তবে ওয়েব সাইটে ফল পেতে আগ্রহীদের অনেকেই বিপাকে পড়েন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পদ্ধতি না জানায় এসএমএস করেও ফল সংগ্রহে বিড়ম্বনা পোহাতে হয়েছে।

গত মার্চের প্রথম দিকে একযোগে এসএসসি, দাখিল এবং এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল এপ্রিলের প্রথম দিকে। পূর্ব নিয়মানুযায়ী আশি দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা থাকলেও তার আগেই ফল প্রকাশ করা হলো।

ঢাকা বোর্ড

এ বছর ঢাকা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ২৯ হাজার ২৬৩ পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৩৯ হাজার ৪শ' ১৫, পাসের হার ৬০ দশমিক ৮১ ভাগ। ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিক নয় হাজার চার শ' ৩৯ ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এই বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৬২ দশমিক ১৬ ভাগ এবং মেয়েদের পাসের হার ৫৯ দশমিক ৩২ ভাগ।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল দুই লাখ দশ হাজার ৮শ' ৬৬, এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ চব্বিশ হাজার ৭শ' ৯৬ এবং পাসের হার ৫৯ দশমিক ১৮ ভাগ। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ছয় হাজার ৯শ' ১০ শিক্ষার্থী। রাজশাহী বোর্ডে

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ডে মোট অংশ নেয় ৮৯ হাজার ৮শ' ৩ পরীক্ষার্থী, উত্তীর্ণ হয়েছে ৪২ হাজার একান্ন এবং পাসের হার ৪৬ দশমিক ৮৩ ভাগ। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৩শ' ৮৭ মেধাবী। কুমিল্লায় ছেলেদের পাসের হার ৫১ দশমিক ৪২ ভাগ এবং মেয়েদের ৪১ দশমিক ৬৭ ভাগ।

যশোর বোর্ড

যশোর বোর্ডে মোট অংশ নেয় এক লাখ ১৬ হাজার ৮শ' ১২ পরীক্ষার্থী, উত্তীর্ণ হয়েছে ৭১ হাজার ১শ'। পাসের হার ৬০ দশমিক ৮৭ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৩শ' ২৯ ছাত্রছাত্রী। এখানে ছেলেদের পাসের হার ৬২ দশমিক ৮৫ এবং মেয়েদের পাসের হার ৫৮ দশমিক ৫৬ ভাগ।

চট্টগ্রাম বোর্ড

চট্টগ্রাম বোর্ডে অংশ নেয় ৬১ হাজার ৯শ' ৬১ পরীক্ষার্থী, উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৫ হাজার ৯শ' ৩ এবং পাসের হার ৫৭ দশমিক ৯৪। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাজার ৩শ' ১৩ ছাত্রছাত্রী। চট্টগ্রামে ছেলেদের পাসের হার ৬০ দশমিক ০৮ এবং মেয়েদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৭৬ ভাগ।

বরিশাল বোর্ড

বরিশাল বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫১ হাজার ১শ' ৫৮, উত্তীর্ণ হয়েছে ২৫ হাজার ৯শ' ২০ এবং পাসের হার ৫০ দশমিক ৬৭ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬শ' ৪১ পরীক্ষার্থী। এই বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৫২ দশমিক ৪০ এবং মেয়েদের পাসের হার ৪৮ দশমিক ৮৮।

সিলেট বোর্ড

সিলেট বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩২ হাজার ৩শ' ২। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৫ হাজার ২শ' ৭০। পাসের হার ৪৭ দশমিক ২৭ ভাগ। গতবার পাসের হার ছিল ৫৬ দশমিক ৫২। এবার জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭শ' ১৩। সিলেট বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৫০ দশমিক ২৮ এবং মেয়েদের পাসের হার ৪৪ দশমিক ৫৪ ভাগ।

বিদেশের রেজাল্ট

বিদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে পাস করেছে ২শ' ১৮। পাসের হার হচ্ছে ৯০ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪৮ জন।